৩৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

## আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

# সরকার বিশ্বব্যাংকের কাছে শিক্ষা খাতে সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা চেয়েছে

ওবায়দুল কবির

আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের কাছে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা চেয়েছে। আগামী ১০ বছরে দেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় এই সব প্রকল্প। তবে বিশ্বব্যাংকের কৃচ্ছ্রতা সাধনের পরামর্শে কিছু কিছু প্রকল্পে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। তারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশে চালু তিনটি প্রকল্পের মধ্যে একটি বন্ধ করে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সবার জন্য শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা এবং নারী শিক্ষা খাতে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই সব প্রকল্প। এর মধ্যে বিগত দিন গৃহীত প্রকল্পগুলোতে কিছু সংশোধন এনে তা সময়োপযোগী করা হচ্ছে। সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের কাছে চাওয়া হয়েছে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংক এই ব্যয় ২০ থেকে ৪০ শতাংশ কমানোর পরামর্শ দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা সচিবের সঙ্গে বৈঠক করে এই পরামর্শ দেয়। তিনি যুক্তি দেখান, ইতোমধ্যে গৃহীত কর্মসূচীর কারণে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে অগ্রগতি শুরু হয়েছে। আগামী দুই তিন বছরে এর আরও অগ্রগতি হবে। সেক্ষেত্রে এই অর্থের আর প্রয়োজন হবে না। এজন্য তিনি সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি প্রকল্প বাতিল করারও পরামর্শ দেন। জানা গেছে, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিগণ বিশ্ব্যাংক প্রতিনিধির এই বক্তব্যে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা এই বরাদ্দ না কমানোর পক্ষে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক তুলে ধরে বলেছেন, এতে দেশের শিক্ষার অগ্রগতির বর্তমান প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। বাংলাদেশ সরকার এই চাহিদা অনুযায়ী অর্থপ্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে চলতি অর্থবছর বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দেশে তিনটি প্রকল্প চালু ছিল। প্রকল্পগুলো হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা, মহিলাদের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম। গত ডিসেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংক বাস্তবায়ন দুর্বলতার অজুহাতে সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি বন্ধ করে দিয়েছে।